১৮

দৈনিক সংবাদ

00.080

তারিখ 20 APR 1986
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ধর্মঘটী মাধ্যমিক শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘট।। ৫১ জনের আমরণ অনশন

(শিক্ষা বার্তা পরিবেশক)

ধর্মঘটী বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকরা তাদের দু'দফা দাবীতে গতকাল শনিবার সকাল ৭টা থেকে সচিবালয়ের ২নং গেটে অবস্থান ধর্মঘট ও প্রেসক্লাবের সামনে গণ-অনশন শুরু করেছেন। সারাদেশ থেকে কয়েক হাজার শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী এই অবস্থান ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন। ৩জন মহিলাসহ ৫১ জন শিক্ষক গণঅনশনে অংশ নিয়েছেন। এদের মধ্যে গতকাল রাত ১০টা পর্যন্ত ৭জনের অবস্থার অবনতি ঘটেছে বলে জানানো হয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অবস্থান ধর্মঘট ও গণঅনশন অব্যাহত ছিল।

সকাল ৭টার দিকে শ'দুই শিক্ষক প্রথম অবস্থান গ্রহণ করেন। বেলা বাড়ার সাথে সাথে এই সংখ্যা কয়েক হাজারে এসে দাঁড়ায়। দুপুরের পরও খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে ধর্মঘটী শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘটে যোগ দিতে দেখা যায়। শিক্ষকদের এই অবস্থান ধর্মঘটের ফলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনের রাস্তা দিয়ে সকল প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকরা দিনভর গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদ উপেক্ষা করে সচিবালয়ের ২নং গেট থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় পর্যন্ত রাস্তার উপর বসে থাকে। সারা দিনই শিক্ষকরা তাদের দু'দফা দাবীর সমর্থনে বিভিন্ন শ্লোগান দেয়। অনেক বক্তাকে অনর্গল বক্তৃতা করতেও দেখা যায়। মাঝে মাঝে গণসংগীত পরিবেশন করা হয়। সকাল ১০ টার দিকে শিক্ষক সমিতির (কামরুজ্জামান) সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস হেনা দাস অবস্থান ধর্মঘটী শিক্ষকদের উদ্দেশে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে শান্তিপূর্ণভাবে ও দৃঢ়তার সাথে আন্দোলন চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান। সকাল ১১ টার দিকে ডাকসুর সাবেক সহ-সভাপতি আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একটি ক্ষুদ্র মিছিল শ্লোগান দিতে দিতে ধর্মঘটী শিক্ষকদের সাথে এসে যোগ দেয় এবং তাদের সংহতি প্রকাশ করে।

বিকেল ৪টার দিকে অবস্থান ধর্মঘটী শিক্ষকদের উদ্দেশে শিক্ষক সমণ্বয় পরিষদের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন এবং আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

বিকেল ৫টার দিকে জাতীয় প্রেসক্লাবে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষক সমণ্বয় পরিষদের নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, শিক্ষকদের ন্যায়-

(শেষ পৃ: ৪-এর ক: দ্র:

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ধর্মঘটী শিক্ষকরা গতকাল থেকে

পরিচালনা : ৬-৩০ ছায়া-...লম। ৭-০০ ...জনসংখ্যা ও ...ষ্ঠান। ৭-৫০ ...টি অনুষ্ঠান। ...দ (বাংলা)। ...র : আধুনিক পরিবেশনায় : ...আলম। জিনাত ...কুল আলম। ...রকার আবেদ ...০ ছায়াছবি: ...। ৯-৫০ ...কয়েকটি অনু-...০-টার সংবাদ। ...৩৫ আবহমান ...র, সাহিত্য ...র অনুষ্ঠান, ...নউজ। ১১-৩ ...অনুষ্ঠান পরি-...কোরানের বাণী

বুধবার সরকারী কলেজ শিক্ষক পরিষদের দাবী দিবস

বাংলাদেশ সরকারী কলেজ শিক্ষক পরিষদ দেশের ১২৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীদের এগারো দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আগামী ২৩শে এপ্রিল বুধবার দেশের সকল সরকারী কলেজে 'দাবী দিবস' পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। গত ১৯শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দাবী দিবসের কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে কলেজসমূহে শিক্ষক ও কর্মচারীদের কালো ব্যাজ ধারণ, প্রতিবাদ সভা ও গণসংযোগ।

উল্লেখ্য গত ৩রা এপ্রিল পরিষদের পক্ষ থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এগারো দফা দাবী-সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয় এবং ১২ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে এর ভিত্তিতে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণের ঘোষণা প্রদান করা হয়। 'দাবী দিবস' পালনের পর আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 20 APR 1986
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

শিক্ষকদের ধর্মঘট

(১ম পাতার পর)

সংগত দু'দফা দাবী মেনে না নিয়ে সরকার পরিস্থিতিকে নাজুক করে তুলেছেন। তারা জানান, গত ২০শে মার্চ রাষ্ট্রপতির নিকট প্রদত্ত এক স্মারকলিপিতে শিক্ষকদের দাবীর ব্যাপারে তাঁর হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়েছিল।

সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ জানান, দেশের ৯ হাজার ২শ' ৩৭টি স্কুলের ৯৯ ভাগ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী সমণ্বয় পরিষদের আহ্বানে অবিরাম ধর্মঘট চালিয়ে আসছেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, শিক্ষকদের এই দু'দফা দাবীতে গড়ে ওঠা আন্দোলন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান করা সম্ভব। তারা পুনরায় এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, এই দু'দফার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ঘোষণা না আসা পর্যন্ত অবস্থান ধর্মঘট ও গণঅনশন অব্যাহত থাকবে। তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সারাদিন দেশের শিক্ষকরা রোদে পুড়েছে, কিন্তু সরকারী পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন সাড়া নেই।

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারে বিভিন্ন কাজ-কর্মে শিক্ষকদের অংশগ্রহণ না করার কথা ব্যক্ত করে বলা হয়, শিক্ষকদের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে গতমাসে অনুষ্ঠিত এস, এস, সি পরীক্ষা যেমন প্রহসনে পরিণত হয়েছে তেমনি আসন্ন নির্বাচনেও শিক্ষকদের অংশগ্রহণ ছাড়া এটি হবে প্রহসনের নির্বাচন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব কামরুজ্জামান, মিসেস হেনা দাস, জনাব আবদুন নুর চৌধুরী, জনাব খলিলুর রহমান ভুঞা, জনাব হারুনর রশীদ খান, জনাব এমদাদ হোসেন পাটোয়ারী, জনাব বদরুদ্দিন হাওলাদারসহ অনেক শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

ধর্মঘটী শিক্ষকদের দাবী মেনে নিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন দাবী জানিয়েছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (এন,এ,পি) আহ্বায়ক সৈয়দ আলতাফ হোসেন, চৌধুরী হারুনর রশীদ ও পীর হাবিবুর রহমান এক যুক্ত বিবৃতিতে দেশের সম্মানিত শিক্ষক সমাজকে তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীতে রাজপথের ওপর অবস্থান ধর্মঘটে যেতে বাধ্য করার জন্য সরকারের সমালোচনা করে বলেছেন, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করে শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্ট সংকট দূর করা সরকারের দায়িত্ব।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের আহ্বায়ক খালেকুজ্জামান, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট পৃথক বিবৃতিতে শিক্ষকদের দাবী মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদের সভাপতি ডঃ মোহাম্মদ লোকমানের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গতকাল শনিবার সকালে সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ করেন।